মানববিদ্যা গবেষণাপত্র

অষ্টম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৩; ISSN ২৫১৮-৫৮৫৩

কলা অনুষদ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

স্মারক নং : জাককাকনইবি/ডিন কলা/. মানববিদ্যা গবেষণা/ ৮ম/ ২০২৩/১১ ০৯ আগস্ট ২০২৩

লেখা আহ্বান

কলা অনুষদ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাবল ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিয়্যুড (double blind peer reviewed) গবেষণা- পত্রিকা *মানববিদ্যা গবেষণাপত্র* -এর ৮ম সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০২৩) প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই সংখ্যায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, থিয়েটার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ, সংগীত, চারুকলা, দর্শন, ইতিহাস, ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ এবং কলা অনুষদভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে। আগ্রহী লেখক ও গবেষকদের নিচে সংযুক্ত **নীতিমালা ও নির্দেশনাবলি** অনুসরণ করে **আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে** লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। লেখা e-mail করে পাঠানো যাবে। e-mail ঠিকানা : ***manababidya@gmail.com***

ধন্যবাদান্তে

০৯.০৮.২০২৩

(প্রফেসর ড. মুশাররাত শবনম)

সম্পাদক

মানববিদ্যা গবেষণাপত্র

এবং

ডিন, কলা অনুষদ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

অনুসৃতব্য নীতিমালা

১. *মানববিদ্যা গবেষণাপত্র* গবেষণা-পত্রিকার জন্য উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষণা কর্মকর্তা, পিএইচডি কিংবা এমফিল পর্যায়ের গবেষকদের লেখা গ্রহণযোগ্য হবে। মাস্টার্স পর্যায়ে সম্পন্ন গবেষণাপত্রের আলোকে লিখিত প্রবন্ধ বিবেচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজ প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধান কতৃর্ক প্রদত্ত "প্রত্যয়ন পত্র" সংযুক্ত করতে হবে।

২. একটি গবেষণা প্রবন্ধের লেখক সংখ্যা সর্বোচ্চ দুইজন হতে পারবেন। তার বেশি লেখক কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

৩. একই সংখ্যায় একই লেখকের/ গবেষকের একাধিক লেখা একক বা যৌথ যেমনই হোক না কেন তা মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।

৪. প্রবন্ধ হতে হবে সুস্পষ্ট গবেষণা-জিজ্ঞাসা ও ফলাফল সম্বলিত। লেখায় *মানববিদ্যা গবেষণাপত্র*-র অনুসৃতব্য নীতিমালা ও প্রবন্ধকার বা গবেষকের জন্য নির্দেশনাবলির প্রয়োগ থাকতে হবে।

৫. অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারীর ইতিবাচক সুপারিশ সাপেক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ডাবল ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিয়্যু (অর্থাৎ, লেখক ও মূল্যায়নকারী উভয়ের পরিচয় পরস্পর থেকে গোপন রাখা হবে) নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

৬. প্রবন্ধকার(গণ) তাঁদের প্রবন্ধের মৌলিকত্ব ও স্বত্ব দাবি করে একটি স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করবেন। তবে মূল প্রবন্ধের কোথাও লেখক-পরিচিতি সংযুক্ত করা যাবে না। গবেষককে তাঁর নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠান, ফোন নম্বর ও ই-মেইল পৃথক পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করতে হবে।

মানববিদ্যা গবেষণাপত্র

অষ্টম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৩; ISSN ২৫১৮-৫৮৫৩

কলা অনুষদ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

প্রবন্ধকার বা গবেষকের জন্য নির্দেশনাবলি

৭. প্রবন্ধ ৪,০০০ থেকে ৭,০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে। প্রবন্ধের ভাষা হবে বাংলা অথবা ইংরেজি।

৮. A4 সাইজ কাগজে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে **Unicode এর NikoshBAN** ফন্টের ১২ পয়েন্টে অক্ষর বিন্যাস করতে হবে। ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্টের ১২ পয়েন্টে অক্ষর বিন্যাস করতে হবে। উভয় ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের লাইন ও প্যারা স্পেসিং হবে যথাক্রমে ১.৫ এবং Auto।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে গবেষণার লক্ষ্য, জিজ্ঞাসা, প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব, গবেষণা পদ্ধতি ও প্রাপ্তি সম্পর্কিত অনধিক ১৮০-২০০ শব্দের সার-সংক্ষেপ (Abstract) যুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, গবেষণা-সারসংক্ষেপে শুধুমাত্র বিশ্লেষিত বিষয় বা মাঠ-কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে না; এটি সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি বা গ্রন্থ পরিচিতি বা তত্ত্ব পরিচিতিও নয়। সে-জন্য গবেষণা-সারসংক্ষেপে শুধুমাত্র এটা বলা-ই যথেষ্ট নয় যে, লেখক বা সাহিত্যিক বা গবেষক তাঁর লেখায় বা প্রবন্ধে (যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁর রচনার ওপরে প্রবন্ধটি লিখিত) 'এটা বলেছেন', 'ওটা বলেছেন'; বরং, গবেষণা-সারসংক্ষেপে গবেষক বর্ণনা করবেন তার গবেষণা শিরোনামটি দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছেন, কেন তিনি গবেষণা কর্মটি (প্রবন্ধটি) সম্পাদন করেছেন (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) এবং কীভাবে তিনি গবেষণাকর্মটি করেছেন (গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতি তত্ত্বের প্রয়োগের ব্যাপারে)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গবেষক তার গবেষণা-সারসংক্ষেপে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সার-সংক্ষেপ দিবেন। পুরো গবেষণা-সারসংক্ষেপ (Abstract) জুড়ে টেক্সট/লেখক/কবি পরিচিতি বা লেখক/কবির কথা বর্ণনা করে শেষ বাক্যে প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য গবেষণা-সারসংক্ষেপের বৈশিষ্ট্য নয়।

১০. গবেষণা-সারসংক্ষেপ (Abstract)-এর পর ৫(পাঁচ)-টি Keywords/চাবিশব্দ দিতে হবে।

১১. বাংলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে Abstract ও Keywords-এর ইংরেজি অনুবাদ সংযুক্ত করতে হবে।

১২. *মানববিদ্যা গবেষণাপত্র*-র জন্য প্রেরণকৃত গবেষণা প্রবন্ধের সাধারণ কাঠামোগত গঠন নিম্নরূপ:

ভূমিকা (Introduction)

গবেষণা-সমস্যা বিবৃতকরণ (Statement of the Research Problem)

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of the Study)

গবেষণা পদ্ধতি (Study Method)

তাত্ত্বিক কাঠামো/প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব (Theoretical Framework/ Relevant Theory)

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Analysis of data & information)

গবেষণার ফলাফল (Research Findings)

উপসংহার (Conclusion)

তথ্যসূত্র (References)

১৩. বাংলা একাডেমি কতৃর্ক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করতে হবে (জামিল চৌধুরী (২০১৬) কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত *বাংলা বানান-অভিধান*)। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। এছাড়া বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদির প্রচলিত বা ঐতিহ্যগত নামের ক্ষেত্রে প্রথাগত বানান অপরিবর্তিত রাখতে হবে। যেমন: আওয়ামী লীগ, ঈদ ইত্যাদি।

মানববিদ্যা গবেষণাপত্র

অষ্টম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৩; ISSN ২৫১৮-৫৮৫৩

কলা অনুষদ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

১৪. প্রবন্ধের ভিতরে সরাসরি উদ্ধৃতি বা ভাব, ধারণা, বক্তব্য বা প্যারাফ্রেইজিং-এর তথ্যনির্দেশিকা (in-text citation) এবং প্রবন্ধের শেষে তথ্যসূত্র (References) উল্লেখের কৌশলের ক্ষেত্রে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (American Psychological Association) কর্তৃক প্রকাশিত *Publication Manual of the American Psychological Association* (7th ed.) APA (7th ed.) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) অনুসরণ করতে হবে। প্রবন্ধের ভিতরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তথ্যনির্দেশিকা (in-text citation) উল্লেখের ক্ষেত্রে লেখকের শেষ নাম (last name), সাল ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং শেষে তথ্যসূত্রে (References) প্রথমে লেখকের শেষ নাম, তারপর প্রথম নাম (first name) উল্লেখ করতে হবে। নিম্নলিখিত দু'টি ক্ষেত্র বাদে অন্য সব ক্ষেত্রে তথ্যনির্দেশিকা ও তথ্যসূত্র উল্লেখ সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে APA (7th ed.) অনুসরণ করতে হবে।

ক. বাংলায় লিখিত লেখকের নামের ক্ষেত্রে সংক্ষেপণ (abbreviation)-এর সমস্যা এড়ানোর জন্য লেখকের প্রথম নাম (first name) সংক্ষেপিত (abbreviated) করা হয়নি। যেমন, কবি রফিক আজাদের নাম লেখার ক্ষেত্রে, প্রবন্ধের ভিতরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তথ্যনির্দেশিকা (in-text citation): (আজাদ, ২০১৫, পৃ. ৫২) অথবা ফোকলোরবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে: (চক্রবর্তী, ১৯৫৯, পৃ. ৫৩)-এমন,

প্রবন্ধের শেষে তথ্যসূত্রে (References): আজাদ, রফিক (২০১৫)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার (১৯৫৯)। *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার*। পুস্তক বিপনি, কলকাতা।

খ. এছাড়া APA (7th ed.) ফরম্যাটে শুধুমাত্র পুস্তক প্রকাশকের নাম উল্লেখ থাকে; পুস্তক প্রকাশের স্থানের উল্লেখ থাকে না। এক্ষেত্রে (বাংলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের জন্য) পুস্তক প্রকাশের স্থানের (ঢাকা, কলকাতা ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

১৫. উল্লেখ্য, প্রবন্ধ রচনায়/গবেষণায় ইংরেজিতে লিখিত বা অনূদিত কোনো বই/রচনা থেকে সরাসরি রেফারেন্স নিলে তথ্যনির্দেশিকা ও তথ্যসূত্রে উল্লেখের ক্ষেত্রে হবহু APA (7th ed.) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যনির্দেশিকায় (in-text citation) ও তথ্যসূত্রে (References) হবহু APA (7th ed.) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) অনুসরণ করতে হবে।

১৬. উদ্ধৃতি ২৫ শব্দের কম হলে ডাবল উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") (double interted comma) দ্বারা আবদ্ধ করতে হবে। প্রবন্ধের কোনো অংশে সিঙ্গেল উদ্ধৃতি চিহ্ন (' ') ব্যবহার করা যাবে না। উদ্ধৃতি ২৫ শব্দের বেশি হলে আলাদা অনুচ্ছেদে (indenting) তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙতিবিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

১৭. কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি সৃষ্টিশীল রচনাসহ যেকোনো রচনা থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির পাশে তথ্যনির্দেশিকা (in-text citation) উল্লেখ করতে হবে। যেকোনো সাধারণ উদ্ধৃতি ও প্যারাফ্রেইজিং-এর ক্ষেত্রে একইভাবে উদ্ধৃতি বা গৃহীত বক্তব্যের পাশে তথ্যসূত্র নির্দেশ করতে হবে। নিম্নে প্রবন্ধের ভিতরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তথ্যনির্দেশিকা (in-text citation) উল্লেখের কিছু উদাহরণ সন্নিবেশিত হলো:

প্রবন্ধের মধ্যে তথ্যনির্দেশিকা (in-text citation) উল্লেখের কৌশল: (খান, ১৯৯৭, পৃ. ২৬)

কোনো বই বা লেখার দুই বা তিন জন লেখক হলে দুই বা তিন জনের শেষ নামই উল্লেখ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দু'টি বা তিনটি নাম "ও" দ্বারা যুক্ত করতে হবে। যেমন: দু'জন লেখকের ক্ষেত্রে- (চক্রবর্তী ও খান, ২০০৮); তিনজন লেখকের ক্ষেত্রে- (চৌধুরী, রহমান ও ঘোষ, ১৯৯৯)

তিনের অধিক লেখকের ক্ষেত্রে- (মিত্র ও অন্যান্য, ২০২০)

পুরো বই বা প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ নির্দেশ করলে (খান, ১৯৯৭); আর নির্দিষ্ট উদ্ধৃতি বা পৃষ্ঠা নির্দেশ করলে (খান, ১৯৯৭, পৃ. ২৬)

মানববিদ্যা গবেষণাপত্র
অষ্টম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৩; ISSN ২৫১৮-৫৮৫৩
কলা অনুষদ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

১৮. প্রবন্ধের শেষে তথ্যসূত্র সংযোজিত হবে। বাংলা তালিকার পর ইংরেজি তালিকা উপস্থাপন করতে হবে। তথ্যসূত্রে লেখকের নাম বর্ণানুক্রমে লিখতে হবে। লেখকের নামের শেষ নাম আগে বসবে, তারপর কমা (,) এবং তারপর বসবে প্রথম নাম। বই, গবেষণা-পত্রিকা (Journal), সাময়িকী বা ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির নাম বাঁকা অক্ষরে (*Italic*) লিখতে হবে। নিম্নে APA (7th ed.) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) অনুসরণে তথ্যসূত্র লেখার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

একজন লেখক কতৃর্ক রচিত পুস্তকের ক্ষেত্রে:

খান, রফিকউল্লাহ্ (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দু'জন লেখক কতৃর্ক রচিত পুস্তকের ক্ষেত্রে:

চক্রবর্তী, রবি, ও খান, কলিম (২০০৮)। *বাংলা ভাষা: প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ*। ভাষাবিন্যাস, কলকাতা।

সম্পাদিত পুস্তকের ক্ষেত্রে:

আনোয়ার, চন্দন (সম্পা.) (২০১৬)। *হাসান আজিজুল হক: এক মলাটে তিন বই*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

অনূদিত পুস্তকের ক্ষেত্রে:

ফিশার, আর্নস্ট (২০০৯)। *দি নেসেসিটি অব আর্ট* (শফিকুল ইসলাম, অনু.)। সংঘ প্রকাশন, ঢাকা। (মূল লেখা প্রকাশিত ১৯৫৯)

প্রবন্ধের মধ্যে তথ্যনির্দেশিকা (in-text citation) উল্লেখের ক্ষেত্রে: (ফিশার, ২০০৯, পৃ. ১৮)

গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের (Journal Article) ক্ষেত্রে:

আলম, মো. জাহাঙ্গীর (২০১৭)। কবর নাটকের সংলাপ: একটি সরল পর্যবেক্ষণ। *রুদ্রমঙ্গল*, ২, ১৩৫-১৪৭।

সম্পাদিত পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে:

রহমান, রিজিয়া (২০১০)। একজন নির্জন কথা শিল্পীর নিভৃত প্রস্থান। আবুল হাসনাত ও অন্যান্য (সম্পা.), *আলো ছায়ার যুগলবন্দী*। সাহিত্য প্রকাশ।

সাময়িকী বা ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে:

আলম, মোহিত উল (১৪২১)। কবি নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা। *গাহি সাম্যের গান*। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

দৈনিক পত্রিকার বেনামি প্রতিবেদন বা সংবাদ থেকে গৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে সূত্র লিখতে হবে এভাবে : (ইত্তেফাক, ২০১৮, জানুয়ারি ১০)। তবে লেখকের নাম উল্লেখ থাকলে শেষ নাম ব্যবহার করে সূত্র লিখতে হবে। যেমন : (দেবনাথ, ২০১৮)।

তথ্যসূত্রে লিখতে হবে এভাবে:

দেবনাথ, আর এম (২০১৮, অক্টোবর ০৫)। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে। *দৈনিক ইত্তেফাক*।

অনলাইন সংস্করণ থেকে তথ্য নিলে শেষে ওয়েব ঠিকানা (URL) উল্লেখ করতে হবে। যেমন:

আহমেদ, সারফুদ্দিন (২০২১, মে ১৯)। একচোখা দাজ্জাল মিডিয়া ও কোণঠাসা ফিলিস্তিন। *প্রথম আলো*। https://www.prothomalo.com/opinion/column/একচোখা-দাজ্জাল-মিডিয়া-ও-কোণঠাসা-ফিলিস্তিন

মানববিদ্যা গবেষণাপত্র

অষ্টম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৩; ISSN ২৫১৮-৫৮৫৩

কলা অনুষদ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

১৯. অন্যান্য তথ্যনির্দেশিকা (in-text citation) এবং তথ্যসূত্র (References) লেখার কৌশলের ক্ষেত্রে APA (7th ed.) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

২০. কোনো লেখায় কুম্ভীলকবৃত্তি (Plagiarism) পরিলক্ষিত হলে এবং লেখার গবেষণা নৈতিকতার (ঋণস্বীকার/সততা/তথ্য-পরিবেশন) ব্যত্যয় ঘটলে সম্পাদনার যে-কোনো পর্বে সম্পাদনা-পর্ষদ তা বাতিল করতে পারবেন। অসাবধানতাবশত কুম্ভীলকবৃত্তি-আক্রান্ত লেখা প্রকাশিত হয়ে গেলে, অভিযুক্ত লেখককে ভবিষ্যতে গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ দেয়া হবে না।

২১. বেআইনি, নিবন্ধনহীন প্রকাশনা সংস্থা হতে প্রকাশিত সহজলভ্য, পাইরেইটেড, চটুল সংস্করণের বই অথবা গাইড/ নোট বই জাতীয় বই গবেষণায় ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া উইকিপিডিয়া বা এই জাতীয় অনির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট এবং ব্যক্তিগত ব্লগের তথ্য-উপাত্ত বা লেখা গবেষণায় ব্যবহার করা যাবে না।

২২. *মানববিদ্যা গবেষণাপত্র* গবেষণা-পত্রিকার তথ্যনির্দেশ রীতি, ভাষারীতি এবং অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণ না করে উপস্থাপিত লেখা মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না। পূর্বপ্রকাশিত (আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ) কিংবা অন্য কোনো জার্নাল/পত্রিকায় মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপিত লেখা মূল্যায়নের অযোগ্য।

২৩. *মানববিদ্যা গবেষণাপত্র* গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ বিষয়ক সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

০৯.০৮.২৩

(প্রফেসর ড. মুশাররাত শবনম)

সম্পাদক

মানববিদ্যা গবেষণাপত্র

এবং

ডিন, কলা অনুষদ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়